আপনার আমানত আপনার সমীপে

সংকলক

দা'ঈয়ে ইসলাম

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কালীম সিদ্দিকী

খলীফা : মুফাক্কিরে ইসলাম মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী র.

অনুবাদক

হাফেয মাওলানা আবুল কালাম আজাদ

সম্পাদনায়

হযরত মাওলানা আবদুল কাইয়ুম সুবহানী

প্রকাশনায়

হেল্প লাইন পাবলিকেশন্স

২৭/৭ তোপখানা রোড, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০।

যোগাযোগ : ০১৭১১-৩৫১৪০৫, ০১৭৩১-৬৬৯৮২৯, ০১৯১৪-২৯৯৩৮৮

প্রকাশকাল ◈ জুলাই ২০১২ইং

আপনার আমানত আপনার সমীপে

সংকলক ◈ দা'ঈয়ে ইসলাম হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কালীম সিদ্দিকী খলীফা : মুফাক্কিরে ইসলাম মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী র. **অনুবাদক** ◈ হাফেয মাওলানা আবুল কালাম আজাদ **সম্পাদনায়** ◈ হযরত মাওলানা আবদুল কাইয়ুম সুবহানী **প্রকাশনায়** ◈ হেল্প লাইন পাবলিকেশন্স ২৭/৭ তোপখানা রোড, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০ **সর্বস্বত্ব** ◈ সংরক্ষিত

ফোন : ০১৭১১-৩৫১৪০৫, ০১৭৩১-৬৬৯৮২৯, ০১৯১৪-২৯৯৩৮৮

হাদিয়া ◈ ৩০/- (ত্রিশ) টাকা মাত্র

APONAR AMANAT APONAR SHOMIPE By Moulana Mohammad Kaleem Siddiqi. Translated by Hafiz moulana Abul Kalam Azad. Published by : Helplline Publieation 27/7 Topkhana Road Bijaynagar. Dhaka. Bangladesh. Price : 30.00only

সূচীপত্র পৃষ্ঠা

আমাদের উদ্দেশ্য

পবিত্র দ্বীন ইসলামের সঠিক-স্বরূপ ও তথ্য সম্পর্কে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বেশেষে সকলকে অবহিত করে ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যাপারে প্রচলিত ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন ধ্যান-ধারনা ও কল্পনার অবসান ঘটানোই আমাদের উদ্দেশ্য।

এছাড়া সমাজে দ্বীন ইসলামের সঠিক স্বচ্ছ জীবন বিধানকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়ার প্রস্তুতি। কারণ, কোন মানুষের কপালে লেখা থাকে না, সে মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ বা খৃষ্টান। সকলের রক্তই লাল, সকলের শারীরিক গঠনও একই রকম। তাহলে বুঝা যায় সকলের সৃষ্টিকর্তাও এক এবং এক আল্লাহ। তিনিই আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। শ্রেষ্ঠ জাতি মানুষ জাতি হিসাবে তারই এবাদত বন্দেগী এবং তারই উপাসনার জন্য, তিনি ছাড়া এবাদত বা উপাসনা করার উপযুক্ত আর কেউ নাই এবং তার অন্তিম দূত ও শেষ রাসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খাতামুন্নাবিয়্যীন মেনে তার মাধ্যমে প্রেরিত হুকুম আহকাম পালন করতে হবে।

তাই আসুন আমরা একমাত্র সঠিক ধর্ম ইসলাম সম্পর্কে জানি, বুঝি। নিজে ইসলাম ধর্মের উপর আমল করে অন্য ভাইদেরকেও দাওয়াত দেই এবং ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে বাস্তবে রূপায়িত করে আদর্শ ও মানব সমাজের সেবার মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের প্রচার প্রসার করি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে সঠিক পথে চলে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝার এবং সত্যকে স্বাগত জানানো ও মিথ্যাকে পরিহার করার তাওফীক দান করুন। আমীন!!

অনুবাদক

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম করুনাময় আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি
যিনি দয়াবান ও মেহেরবান

আমাকে ক্ষমা করবেন

প্রিয় পাঠক! আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি আমার এবং আমার মুসলিম সম্প্রদায়ের ভাই-বোনদের পক্ষ থেকে ক্ষমা চাচ্ছি। যারা শয়তানের ধোঁকায় পড়ে জগতের সব চেয়ে বড় সম্পদ আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী আপনার কাছে পৌঁছায়নি। শয়তান পাপকে ঘৃণা না করে পাপীর প্রতি ঘৃণা করা শিখিয়ে গোটা পৃথিবীকে রনক্ষেত্রে পরিণত করেছে। আমাদের এই ভুলের প্রতি লক্ষ্য করেই আমি কলম ধরেছি। যাতে আপনার অধিকার আপনার পর্যন্ত নিঃস্বার্থভাবে পৌঁছে দিতে পারি এবং স্নেহ, মমতা ও মানবতার কথা আপনার সাথে বলতে পারি। সত্যিকারের প্রভু তিনিই, যিনি মানুষের মনের কথা জানেন এবং বুঝতে পারেন। তাকেই সাক্ষী রেখে নি:স্বার্থ ভাবে তার গুণাগুণ ও তার হুকুম আহকাম আপনার কাছে পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করব। এত দিন এ দায়িত্ব পালন না করতে পেরে আমি গভীর চিন্তাযুক্ত হয়ে কত রাত যে নিদ্রাহীন কাটিয়েছি। এটা সম্পূর্ণ সত্য। আমার বিষয়ে জানতে এবং বুঝতে পারবেন আপনি আমার এই বই পড়ার পর।

হৃদয় নিংড়ানো কিছু কথা

এই কথাগুলো বলার মত নয়, তবুও আমার মনের ইচ্ছা যে, এই স্নেহভরা কথাগুলো আপনার কাছে পৌঁছে দেই। আপনিও অতি স্বযত্নে এগুলো দেখবেন পড়বেন এবং বুঝার চেষ্টা করবেন। এটা আমার জন্য নয়; পরওয়ার দেগারে দো-আলম অর্থাৎ দুই জাহানের বাদশাহ এবং পালন কর্তাকে জানার জন্য এবং বুঝার জন্য। এতে আমি আমার মনকে সান্ত্বনা দিতে পারব এই ভেবে যে, আমার ভাই ও বোনদের আমানত তাদের কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছি এবং সত্যিকারের দায়িত্ববান মানুষ

হওয়ার প্রমাণ দিতে পেরেছি। পৃথিবীতে আসার পর মানুষকে আসল যে বিষয় জানতে হবে এবং বুঝতে হবে, এছাড়া যা তার প্রতি দায়িত্ব কর্তব্য ও ফরয, সেই হৃদ্যিকতাপূর্ণ কিছু কথা আমি আপনাদের শুনাতে চাই।

প্রকৃতির সব চেয়ে বড় সত্য

পৃথিবীর অর্থাৎ প্রাকৃতির সবচে' বড় সত্য হল সৃষ্টিকর্তা। যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং শৃঙ্খলা ও নিয়ম-নীতির মাধ্যমে সব কিছুর পরিচালনা করছেন। তিনিই এই জগতের মালিক হিসাবে তিনি এক ও একক। অস্তিত্ব এবং গুণাগুণ সব কিছুরই মালিক একক ভাবে তিনি নিজেই। তাঁর হুকুম ছাড়া দুনিয়ার কোন কিছুই সঞ্চালিত হয় না। তিনি এমন পরাক্রমশালী মালিক যে, তাঁর শক্তির মুকাবিলা করার মত ক্ষমতা কারো নেই। তিনি সর্বত্র বিরাজমান। যে কোন ধর্মের মানুষ অনন্তর এমনটিই বিশ্বাস করে যে, পালনকর্তা একজনই। যদিও সে মূর্তি পূজা করছে বা সে অন্য ধর্ম পালন করছে। কিন্তু তার অন্তর সব সময় এটাই বলে এবং বিশ্বাস করে যে, বিধাতা একজনই।

মানব জাতির জ্ঞান এবং বিশ্বাসের দ্বারা এটাই প্রমাণ করে যে, সৃষ্টিকর্তা একজনই এবং সব কিছুর মালিক তিনি একাই।

উদাহরণস্বরূপ দেখা যায়, যদি কোন স্কুলে বা কলেজের দুই জন প্রিন্সিপাল হয় তাহলে সে স্কুল কোন রকমেই চলতে পারে না অথবা একটি জনপদে দুই জন চেয়ারম্যান হলে সে অঞ্চলের শৃঙ্খলাই নষ্ট হয়ে যায়। এমনিভাবে কোন দেশের দু'জন শাসক হতে পারে না। তাহলে আমরা সহজভাবেই বুঝতে পারি যে, এই বিশ্ব সংসারের মালিক একজনই। একের অধিক কেউ হতে পারে না। তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁর হুকুমেই সব কিছু পরিচালিত হচ্ছে। একের অধিক মালিক হলে কোন রকমেই এই পৃথিবী চলতে পারত না।

একটি প্রমাণ

সৃষ্টিকর্তার বাণী আল কুরআন। এই কুরআনের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য। তিনি তার প্রেরিত রাসূলের মাধ্যমে বলেছেন 'যে, তোমরা যদি এই পবিত্র কালাম অর্থাৎ বাণীকে অস্বীকার কর তাহলে অনুরূপ একটি

সূরা বা একটি আয়াত তৈরি করে দেখাও এবং তোমরা সহযোগিতার জন্য পৃথিবীতে যত দেব দেবী ও অপশক্তি আছে যাদেরকে তোমরা ইশ্বর হিসেবে গ্রহণ করো এক আল্লাহ ব্যতীত, তাদেরকে ডাকো। যদি তোমরা সত্যবাদী হও।' -সূরা বাকারা -২৩।

১৪০০ সাল থেকে আজ পর্যন্ত অনেক বড় বড় বিজ্ঞানিরা অনেক বড় বড় দার্শণিকরা অনেক বড় বড় কম্পিউটার তৈরিকারকরা আল্লাহর এই বাণী আল কুরআনের সামনে (পরাজিত হয়েছেন) মাথা নত করেছেন এবং প্রমাণ করেছেন যে, সত্যিকারেই এটা এমন এক সৃষ্টিকর্তার বাণী যিনি, অদ্বিতীয়, যার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মত কেউ নেই। এই পবিত্র কিতাবের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার একত্বের অনেক প্রমাণ দিয়েছেন। যদ্বারা আমরা মানুষ জাতি প্রভাবিত হই এবং শিক্ষা নেই। উদাহরণ স্বরূপ যেমন যমিন ও আসমানের প্রতিপালক যদি দু'জন হত। তাহলে প্রচণ্ড সংঘর্ষ বেঁধে যেত। একজন বলত এখন রাত হবে, অন্যজন বলত দিন হবে। একজেনর মতে ছয় মাসে বছর হবে, অন্যজনের মতে তিন মাসে। একজন বলত সূর্য আজ পশ্চিম দিকে উদিত হবে, অন্যজন বলত, না- সূর্য পূর্ব দিকে উদিত হবে। এ ছাড়া যদি দেব দেবীদের এই অধিকার থাকতো এবং তারা সৃষ্টিকর্তার কাজ কর্মে অংশীদার হত, তাহলে দেখা যেত তাদের ভাষ্য মতে বৃষ্টির দেবতার পূজা করে তাকে সন্তুষ্ট করেছে বৃষ্টি বর্ষনের জন্য, কিন্তু তার চেয়ে বড় যে এবং অর্থ সম্পদ যার বেশি আছে সে বলত, হে বৃষ্টির দেবতা! এখন বৃষ্টি দিও না। এরপর উভয়ের মধ্যে ঝগড়া লেগে হরতাল শুরু হত। ঠিক একইভাবে একজন সূর্য দেবতার উপাসনা করে দিন আনল। আর সবাই অপেক্ষা করত রাতের জন্য যে আজ কেন রাত হচ্ছে না, দেখা যাচ্ছে রাত্র দেবতা হরতাল করে বসেছে এবং এই ভাবে সংঘর্ষের সৃষ্টি হত।

সত্য প্রমাণ

একথা সত্য যে, প্রকৃতির প্রত্যেকটা বস্তুই সাক্ষী দিচ্ছে যে এই সমগ্র পৃথিবীর সবকিছুই সুশৃঙ্খল ভাবে পরিচালনা করছেন একজনই সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি অদ্বিতীয় তাঁর কোন শরীক নেই। তার যখন যা ইচ্ছা তাই করেন। তাঁর সম্পর্কে কল্পনা করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তার

আকৃতি (ছবি) বানানোও সম্ভব নয়। তিনি এই গোটা পৃথিবীর সব কিছু সৃষ্টি করেছেন মানুষের সেবার জন্য। যেমন সূর্য, যমীন, হাওয়া, আগুন, পানি, জড় ও জীব। সবকিছুই মানুষের সেবার জন্য এবং তারই আদেশমত সুশৃঙ্খল-ভাবে এরা মানুষের সেবা করে আসছে। মানুষকে শ্রেষ্ঠ জাতী এবং এই সব কিছুর প্রধান হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। সাথে সাথে তার বাণীতে মানুষের উদ্দেশ্যে এটাও বলেছেন, 'শুধুই আমার আজ্ঞা পালন ও আমার উপাসনা করার জন্যই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি।' ন্যায় সঙ্গত কথা এটাই যে- জীবনদাতা, মৃত্যুদাতা, রিযিকদাতা, প্রয়োজনীয় সবকিছু দেওয়ার মালিক এক আল্লাহ। অতএব সত্যিকার মানুষের কর্তব্য হল নিজের জীবন ও জীবনের সাথে সম্পৃক্ত প্রত্যেকটি কাজ আল্লাহর হুকুম মত করা এবং তার সন্তুষ্টির জন্য করা। তাই কোন ব্যক্তি যদি তার প্রভু অর্থাৎ আল্লাহর মনোনীত হুকুম আহকাম অনুসারে পরিচালনা করতে না পারে, তাহলে সে যথাযোগ্য মানুষই নয়।

একটি বড় সত্য

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর পবিত্র গ্রন্থ কুরআনুল কারীমের মাধ্যমে আমাদেরকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন- 'প্রত্যেক জীবন্ত প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে এবং পুনরায় আমার কাছে ফিরে আসতে হবে।' -সূরা আনকাবূত ৫৭।

মুফাসসিরে কিরাম এ আয়াতকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন।

প্রথমত : সর্বস্তরের এবং সকল ধর্মের মানুষ এটা বিশ্বাস করে যে, সব প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। এমনকি যারা ধর্ম মানে না, ধর্ম থেকে অনেক দূরে তারাও এটা বিশ্বাস করতে বাধ্য। পশুও মৃত্যুর সত্যতা অনুভব করে। যেমন ইঁদুর বিড়ালকে দেখে পালিয়ে যায়, তেমনি কুকুরও চলন্ত গাড়ি আসতে দেখে পালিয়ে যায়। কেন জানেন কি? কারণ তারাও মৃত্যুকে বিশ্বাস করে।

দ্বিতীয়ত : মৃত্যুর পর। উক্ত আয়াতের দ্বিতীয়াংশের দ্বারা কুরআন আমাদেরকে এক বড় সত্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সে সত্য এই যে, মৃত্যুর পর তোমাদেরকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে এবং পৃথিবীতে যেমন কর্ম করবে পরকালে ঠিক তারই ফল পাবে।

এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা যে মৃত্যুর পর তুমি পচে গলে যাবে এবং দ্বিতীয়বার তোমাকে সৃষ্টি করা হবে না। অনেকে এটাও ধারণা করে মৃত্যুর পর তোমার আত্মা অন্য একজনের শরীরে প্রবেশ করবে। এটাও ভুল ধারণা। আল্লাহকে যে বিশ্বাস করে সে কোন দিন এগুলো বিশ্বাস করতে পারে না। কারণ সৃষ্টিকর্তা যে ভাবে চাইবেন সৃষ্টি করবেন। যখন চাইবেন মৃত্যু দিবেন।

প্রথম কথা হল মানুষের এই আসা যাওয়া অর্থাৎ পুনর্জীবনের কথা অন্য ধর্মীয় পুস্তক (বেদ) এ উল্লেখ নেই তবে (পুরান) এ- এর উল্লেখ আছে। 'পুরানে' যে ভাবে উল্লেখ আছে তার দ্বারা বুঝা যায় মানুষের শুক্রানু থেকেই মানুষের গুণাগুণ। যেমন বাপ থেকে ছেলে এবং ছেলের থেকে তার ছেলে। এভাবে বংশ বিস্তার করছে। এই ধারণার শুরু এভাবে যে, শয়তান মানুষের মধ্যে ধর্মের নামে উঁচু নিচুর ভেদাভেদ সৃষ্টি করেছে। তারপর ধর্মের নামে এক শ্রেণীর মানুষ গরীব লোকদের কাছ থেকে সেবা নিত এবং তাদেরকে নিচু জাত ভাবত। এমন বিত্তবান ও দলিত ব্যক্তিদের কাছে ঐ নিচু জাতের মানুষরা প্রশ্ন করল যে, সৃষ্টিকর্তা সর্বস্তরের মানুষকে চোখ, নাক, কান অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সব কিছু যখন একই রকম তৈরি করেছেন। তাহলে আপনারা আমাদেরকে নিচুজাত ভাবেন কেন? এবং আমাদের মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি করলেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বিত্তবান ব্যক্তিরা পুনরাগমনের সাহায্য নিলেন এবং বললেন তোমাদের পূর্ব জন্মের কর্মের ফল তোমরা ভোগ করছ যার কারণে তোমাদেরকে নিচু জাত মানা হয়।

তাদের এই ধারণার ভিত্তিতে তারা প্রমাণ করে যে প্রত্যেক মানুষেরই পুনরজন্ম আছে এবং নিজ নিজ কর্মানুসারে একের পর এক রূপ ধারণ করে জন্ম নিচ্ছে। যারা বেশি কুকর্ম করে তারা জীব জন্তুর রূপ নিয়ে জন্ম নেয়। তাদের চেয়ে বেশি যারা কুকর্ম করে তারা গাছ পালা হয়ে জঙ্গলে জন্ম নেয়। এছাড়া যারা ভাল কাজ করে তারা এই পুনরজন্মের চুঙ্গল থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করে।

পুর্নজন্মের বিপক্ষে তিনটি প্রমাণ

১. প্রথমত এই বিষয়ের সবচে’ বড় কথা হল, দুনিয়ার সব জ্ঞানি এবং বিজ্ঞানীরা অনুসন্ধান করে এটাই প্রমাণ করেছেন। পৃথিবীতে প্রথমে গাছ পালা জন্মেছে পরবর্তীতে জন্মেছে জন্তু। এর কয়েক কোটি বৎসর পর মানুষের জন্ম হয়েছে। এখন প্রশ্ন হল যে, মানুষের যখন জন্মই হয়নি এবং কোন কুকর্মও করেনি তাহলে কাদের আত্মার দ্বারা গাছ পালা ও জীব জন্তু জন্ম নিয়েছে?

২. দ্বিতীয় যদি এ ধারণা সত্যও হয় বা আপনি মেনে নেন তাহলে এখানে একটা প্রশ্ন আসে যে, পৃথিবীর জীব জন্তুর সংখ্যা দৈনন্দিন কম হওয়া উচিত। কারণ যে আত্মার পুর্নজন্ম হয় তার বেড়ে ওঠার কোন প্রশ্নই আসে না। তার সংখ্যা দিন দিন কমে যাওয়া উচিত। কিন্তু সত্যিকারের বাস্তবতা আমাদের সামনেই। এই বিশাল পৃথিবীতে মানুষ জীব জন্তু গাছ পালা অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্ট সব কিছুই ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩. তৃতীয়ত পৃথিবীতে জন্ম এবং মৃত্যুর সংখার মধ্যে আসমান যমীনের মত পার্থক্য দেখা যায়। মৃত মানুষের তুলনায় শিশু জন্মের হার অনেক বেশি। কখনো কখনো কোটি কোটি মশা মাছির জন্ম হয়। অথচ মশা মাছি পোকা মাকড়ের জন্মের তুলনায় মৃত্যুর সংখ্যা অনেক কম। কোথাও কোথাও কোন বাচ্চাদের বিষয়ে শোনা যায় বাচ্চা জন্মের পর তার পুরানা ঠিকানা চিনতে পারে এবং তার পূর্বের নাম বলে দেয়, এগুলো সবই শয়তানের ধোঁকা। মানুষের ঈমান ও আমল নষ্ট করার চেষ্টা।

বাস্তবতা এই মানুষ মৃত্যুর পর সব কিছু তার সামনে এসে যায়। সৃষ্টিকর্তার সম্মুখে ফিরে যেতেই হবে এবং পৃথিবীতে যেমন কর্ম করবে তেমন ফল ভোগ করবে।

কর্মের প্রতিফল অবশ্যই পাবে

পৃথিবীতে যে ভাল কাজ করবে এবং সৎপথে চলবে। অবশ্য অবশ্যই সে জান্নাতবাসী হবে। যেখানে সব রকমের আরাম সুখ শান্তি সবই রয়েছে। সেখানে এমন জিনিসও রয়েছে যা মানুষ কখনো চোখে দেখেনি, কানে শুনেনি, এবং অন্তরেও অনুভব করতে পারবে না। সব চেয়ে বড়

নেয়ামত সেখানে শুধু কেবল জান্নাতবাসীরাই উপভোগ করবেন। সেটা হল তারা সরাসরি সৃষ্টিকর্তাকে দেখতে পারবেন। যা অপেক্ষা বড় আনন্দ আর কিছুই হতে পারে না।

ঠিক অনুরূপ যে ব্যক্তি কুকর্ম করবে এবং সৃষ্টিকর্তার আদেশ পালন করবে না। সৃষ্টিকর্তার সাথে নাফরমানি করবে। তাদেরকে জাহান্নামে অর্থাৎ দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। সেখানে সে আগুনে জ্বলতে থাকবে এবং সে তার পাপের ফল পাবে। সব চেয়ে বড় শাস্তি এটাই যে, সে তার মালিকের (দর্শন) অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তাকে দেখতে পাবে না। উপরন্তু তার ক্রোধের আগুন তাদের উপর বর্ষিত হবে।

আল্লাহর অংশীদার করা মহাপাপ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার পবিত্র কালাম পাকের মধ্যে উল্লেখ করেছেন, 'নেকি অর্থাৎ সৎ কর্ম করলে যে নেকী পাওয়া যাবে। এই নেকি ছোট আছে, বড়ও আছে ঠিক তদ্রূপ অসৎ কাজ ও কুকর্ম করায় যে গুনাহ হয়। গুনাহ ছোট আছে, বড়ও আছে। কিয়ামতের দিন সে অনুযায়ী শাস্তি হবে। তিনি কুরআনুল কারীমে আরো বলেছেন- 'এমন কিছু গুনাহ আছে যার সর্বাধিক শাস্তি হবে এবং কখনো তা ক্ষমা করবেন না। এমন গুনাহগার ব্যক্তি সর্বদা জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে থাকবে। সে ব্যক্তি হচ্ছে 'মুশরিক' অর্থাৎ যে আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করে। আল্লাহকে ছাড়া অন্যকে সিজদা করে। আল্লাহকে ছাড়া অন্য কাউকে প্রভু রূপে স্বীকার করে। অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত চন্দ্র, সূর্য, দেব-দেবী, পীর, ফকীর এদেরকে বিশ্বাস করে এবং জন্মদাতা, মৃত্যুদাতা, রিযিক দাতা, লাভ লোকসান এসব বিষয়ে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারো প্রতি আস্থা রাখা। এটা অনেক বড় মহা পাপ। যা আল্লাহর কাছে ক্ষমার যোগ্য নয়। বুদ্ধিমান মানুষের পক্ষে এহেন চিন্তা ভাবনা করা কোন রকমেই শোভা পায় না বা সে এমনটি কখনো চিন্তাও করতে পারে না।

উদাহরণ

উদাহরণ স্বরূপ যদি কোন ব্যক্তির স্ত্রী ঝগড়াটে হয়, কথায় কথায় গাল মন্দ করে। কোন কথা না মানে, না শুনে। কিন্তু ঐ ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে

বলে আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যাও। উত্তরে স্ত্রী বলে আমি শুধু তোমার হয়ে এসেছি। তোমারই হয়ে থাকব, তোমার ঘরেই মৃত্যুবরণ করব, এক মুহুর্তের জন্যও তোমার ঘর ছেড়ে বাইরে যাব না। এমতাবস্থায় স্বামী যতই কঠোর হোক না কেন ঐ স্ত্রীর সাথে সংসার করতে বাধ্য।

পক্ষান্তরে যদি কোন স্ত্রী খুবই স্বামী ভক্ত হয় স্বামীর সব আদেশ-উপদেশ পালন করে, স্বামীর হুকুমের সাথে সাথে সেই কাজ করার চেষ্টা করে। যতক্ষণ পর্যন্ত স্বামী ঘরে না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করে। ঘরে আসার সাথে সাথে খানা গরম করে খাওয়ায় এবং ভালবাসা ও প্রেমালাপ করে। এক কথায় পতিব্রতা ও পতিপ্রাণা সেই স্ত্রী। স্বামীকে যে প্রাণের চেয়ে প্রিয় মনে করে।

এই স্ত্রী যদি তার স্বামীকে বলে আমি একজন স্বামীর সাথে বাস করে সুখী হতে পারছি না। আমার আর একজন স্বামী চাই। সে জন্য আমি প্রতিবেশি একজনকে স্বামী বানিয়ে নিতে চাই। এই পতিব্রতা-পতিপ্রাণা স্ত্রীর কাছ থেকে এমন কথা শুনে তার স্বামী কি করবে বলতে পারেন? যদি তার ভীতরে পৌরুষত্বের বিন্দুমাত্র মর্যাদাবোধ থাকে তাহলে কিছুতেই এমনটি মেনে নিবে না। হয় স্ত্রীকে খতম করে দেবে, না হয় নিজে আত্মহননের নিকৃষ্ট পথ বেছে নেবে।

এটা কেন হয়? কারণ কোন স্বামী তার নিজের স্ত্রীর ক্ষেত্রে কাউকে প্রতিদ্বন্ধি হিসেবে দেখতে পারে না।

এক ফোটা নাপাক বীর্য থেকে তৈরি হয়ে যদি আপনি আপনার প্রতিদ্বন্ধি হিসেবে কাউকে সহ্য করতে না পারেন, তাহলে দো'জাহানের মালিক যার কোন তুলনা হয় না যার কোন শরীক নেই, যে এই নাপাক এক ফোটা বীর্য থেকে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন। যিনি জন্ম-মৃত্যুর মালিক তিনি কিভাবে তার প্রতিদ্বন্ধিকে স্বীকার করবেন। আপনারা যাকে খুশী তাঁর আসনে বসাতে চান? অথচ দুনিয়াতে মানুষকে যা কিছু দিয়েছেন তিনিই দিয়েছেন।

পবিত্র কুরআনে মূর্তিপূজার বিরোধিতা

পবিত্র কুরআনে পাকে মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে যে উদাহরণ দেয়া হয়েছে তা প্রনিধানযোগ্য। আল্লাহ বলেন- 'হে লোক সকল! একটি উপমা বর্ণনা

কর হল, অতএব তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শোন, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের পূজা কর, তারা কখনো একটি মাছি সৃষ্টি করতে পারবে না। যদিও তারা সকলে একত্রিত হয়। আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোন কিছু ছিনিয়ে নেয় তবে তারা তার কাছ থেকে তা উদ্ধার করতে পারবে না। প্রার্থনাকারী ও যার কাছে প্রার্থনা করা হয় উভয়েই শক্তিহীন। তারা আল্লাহর যথাযোগ্য মর্যাদা বুঝেনি। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিধর ও পরাক্রম-শালী। -সূরা হজ্ব, ৭৩-৭৪।

একটা সুন্দর উদাহরণ

সৃষ্টি করেন শুধুই আল্লাহ। তিনিই তৈরি করেন সব কিছু। অথচ মানুষ নিজের হাতে মূর্তি তৈরি করে। এই মূর্তির মধ্যে যদি একটু জ্ঞান-বিবেক থাকত, তাহলে এদের মানুষেরই ইবাদত করা উচিত হত। কারণ মানুষ তাদেরকে তৈরি করেছে।

একটি দুর্বল চিন্তা

কিছু কিছু মানুষ এই ভেবে পূজা করেন যে, তারা অর্থাৎ দেব দেবীরা আমাদেরকে ইশ্বরের কাছে পৌছানোর রাস্তা দেখাবেন। তাদের উসিলায় আমরা ইশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারব। এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত আকীদা এবং ভুল চিন্তাধারা। মূলত এটা এমন ভাবে নেয়া যায় যেমন কোন ব্যক্তি রেল স্টেশনে গিয়ে কুলির কাছে ট্রেনের বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে, কুলি তাকে ট্রেনের বিষয়ে বলার পর ঐ ব্যক্তি ট্রেনে না চড়ে কুলির উপরে চড়ার চেষ্টা করে, কেননা কুলিই তাকে ট্রেনের কথা বলেছে। ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহর নির্দেশিত পথ যারা দেখান তাদেরকে সিজদা করা বা তাদেরকে পূজা করা তদ্রূপ, যেমন ট্রেনে না চড়ে কুলির উপরে সওয়ার হওয়া।

অনেক ভাই বলেন আমরা একাগ্রতার (ধ্যানের) জন্য এবং মনোযোগ ঠিক রাখার জন্য মূর্তি পূজা করি। এটা তো এমন যে, কেউ নিজের বাবার প্রতি (ধ্যান) মনোযোগ ঠিক রাখার জন্য একটি গাছকে ঠিক করে এবং গাছের প্রতি ধ্যান মগ্ন হয় এটা কেমন মনে হয় না? কোথায় বাবা আর কোথায় গাছ। ঠিক তদ্রূপ কোথায় মানুষের এই নিজের হাতে তৈরি করা মূর্তি, আর কোথায় দয়াময় করুণাময় আল্লাহ। আপনি নিজেই ভেবে দেখুন এতে ধ্যান স্থীর হয় না; বরঞ্চ ভ্রষ্ট হয়।

সার সংক্ষেপ এটাই যে, কোন প্রকারে বা কোন অবস্থাতেই আল্লাহর সাথে কারো শরীক করা অর্থাৎ তার প্রতিদ্বন্দ্বি বানানো অনেক বড় গুনাহ। যা আল্লাহ তা'আলা কখনো ক্ষমা করবেন না এবং এমন ব্যক্তি সব সময় জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে থাকবে।

সব চেয়ে বড় নেকি ঈমান

সব চেয়ে বড় পুণ্য হল ঈমান অর্থাৎ বিশ্বাস। যার সম্পর্কে পৃথিবীর সব ধর্মাবলম্বী বিশ্বাস করেন এবং বলেন যে, সব কিছু এই পৃথিবীতেই ছেড়ে যেতে হবে। মৃত্যুর পর মানুষের সাথে শুধু ঈমানই যাবে। এ ছাড়া আর কিছুই যাবে না। ঈমানদার বা ঈমানওয়ালা ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যে কাউকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করেন না। আর যে ব্যক্তি কাউকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তাকে নির্যাতনকারী বলা হয়। তাই মানুষের প্রতি সবচেয়ে বড় এবং বেশি অধিকার তার সৃষ্টি কর্তার। জন্ম, মৃত্যু সমস্ত কিছুরই মালিক তিনি। তার কোন শরীক অর্থাৎ অংশীদার নেই। তিনিই সর্ব শক্তিমান একমাত্র তিনিই ইবাদতের উপযুক্ত। তাহলে তার ইবাদত করা এবং তার হুকুম আহকাম মেনে চলা আমাদের কর্তব্য। তাকেই লাভ, লোকসান, মান, সম্মান সব কিছুর মালিক জানা উচিত। তার দেওয়া এই জীবন তারই আদেশ আজ্ঞানুসারে অতিবাহিত করা উচিত। অর্থাৎ তার আদেশ পালন করা এবং তাকে মেনে চলার নামই ঈমান। একমাত্র তাকে প্রভু হিসেবে মেনে তার আদেশ পালন করা ব্যতীত মানুষ ঈমানদার হতে পারে না; বরং যে তার আদেশ নিষেধ পালন করে না তাকে বে-ঈমান বলা হয়।

বান্দা হিসেবে আমাদের প্রতি আল্লাহর যে অধিকার (যে হক) সে হক বা অধিকার নষ্ট করে মানুষের সামনে ঈমানদারী দেখানো এমন বুঝায়। যেমন এক ডাকাত সারা জীবন ডাকাতি করে বড় লোক (ধনী) হয়ে যাওয়ার পর দোকান থেকে মাল ক্রয় করার সময় দোকানদারকে বলে আপনার হিসেবে আমার কাছে এক পয়সা বেশি চলে এসেছে তাই ফেরত দিতে এলাম। সারা জীবন ডাকাতি করে অন্যের মাল লুণ্ঠন করে এখন এক পয়সার জন্য যেমন ঈমানদারী দেখানো, ঠিক তেমনই মহান

রাব্বুল আলামীন যিনি সকলের সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, মৃত্যুদাতা, পালনকর্তা তার আদেশ অমান্য করে অন্যের উপাসনা করা বা পূজা করা কি খারাপ বা বে-ঈমানী নয়?

ঈমানদার তাকেই বলা হয়, যে তার প্রভু (আল্লাহ)-র আদেশ পালন করে এবং আল্লাহকে স্বীকার করে তাঁর অনুগামী হয়ে তাঁরই উপাসনা করে এবং তাঁরই দেয়া জীবনকে তার আদেশ পালনে অতিবাহিত করে। এটাই ধর্ম, এর বিপরীত যাই করবে তা অধর্ম এবং মহাপাপ। তাই পাপকে সব সময় ঘৃণা করা উচিত ও পাপ কর্ম থেকে দূরে থাকা উচিত।

সত্য এবং প্রকৃত ধর্ম

প্রকৃত ধর্ম একটাই- ইসলাম। অর্থাৎ এক আল্লাহকে মানা, তার ইবাদত করা, তার হুকুম-আহকাম পালনকরা। পবিত্র কুরআনে পাকে উল্লেখ আছে- 'আল্লাহর ধর্ম তো ইসলাম।' তাই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন- 'যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে ক্ষতি-গ্রস্ত।' -সূরা আল ইমরান ৮৫।

মানুষের দৃষ্টিশক্তির সীমাবদ্ধতাই হল তার দুর্বলতা। এছাড়া তার শ্রবণ শক্তির সীমাবদ্ধতা আছে। স্বাদ গ্রহণের ও স্পর্শ করার ক্ষমতাও সীমিত। এই পাঁচ ইন্দ্রিয় অর্থাৎ চোখ, কান, নাক, জিহ্বা, হাত এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় যেমন সীমিত, তেমন বুদ্ধিরও একটা নির্দিষ্ট সীমা রেখা আছে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার বান্দার কেমন জীবন পছন্দ করেন? তার ইবাদত কিভাবে করতে হবে? মৃত্যুর পরে কি হবে? কোন আমল এবং কি কি কার্য হেতু জান্নাত ও জাহান্নামে যেতে হবে? এই সব কিছু মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রীয়ের এবং বিবেক দ্বারা জানা সম্ভব নয়।

পয়গম্বর

মানুষের এই দুর্বলতার প্রতি লক্ষ্য করে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যাদেরকে এই পদের যোগ্য মনে করেন। ফেরেশতাদের মাধ্যমে উক্ত মহাপুরুষের নিকট কিভাবে তার হুকুম আহকাম মানতে হবে, কিভাবে তার উপাসনা করতে হবে, সব বলে দিয়েছেন এবং জীবন সম্পর্কে এমন

কিছু সত্য বাণী পাঠিয়েছেন। যা বুঝার মত জ্ঞান মানুষের নাই। এমন মহা পুরুষদেরকে নবী, রাসূল পয়গাম্বর বলা হয়। এক অর্থে তাদেরকে অবতারও বলা যায়। অবতার অর্থ যার উপর অবতীর্ণ হয় (এটাই অবতারের মূল অর্থ)।

বর্তমানে কুসংস্কার পন্থীরা অবতার শব্দের অর্থকে বিভিন্ন ভাবে নিচ্ছেন এবং অবতারকেই ইশ্বর (খোদা) ভাবেন বা বলেন ইশ্বর তার রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। এটা সম্পূর্ণ কুসংস্কার, যা বিশ্বাস করাও মহাপাপ। এই কুসংস্কারই মানুষকে এক মালিকের উপাসনা ত্যাগ করে মূর্তি পূজার দিকে ধাবিত করছে।

তাই এই মহা পুরুষদেরকে আল্লাহ নির্বাচন করেছেন- মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য। যাদেরকে নবী ও রাসূল বলা হয়। যুগে যুগে বিভিন্ন স্থানে নবী এসেছেন, তারা প্রত্যেকেই এক আল্লাহকে মানা এবং তার আদেশ পালন করার কথা বলেছেন। ধর্মীয় বিধি বিধান কুরআন ও হাদীসের আলোকে তারা যে ভাবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন সেই অনুযায়ী আমল করার জন্য বলেছেন। এই নবীদের মধ্যে কোন নবীই এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করা বা কাউকে মানার জন্য বলেননি। উপরন্তু আল্লাহকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত বা উপাসনা করাকে সব চেয়ে বড় গুনাহ এবং মহাপাপ বলে ঘোষনা করেছেন। রাসূল সা.ও এই হেন কাজ থেকে মানুষকে বিরত থাকার জন্য শিখিয়েছেন। মানুষ তার কথাকে সত্য ভেবে তার মাধ্যমে আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলে গুনাহ থেকে বাঁচার চেষ্টা করেছে এবং সঠিক ও ন্যায়ের পথ পেয়েছে।

মূর্তি পূজার সূচনা

পয়গাম্বর ও তাঁদের অনুসারীরা মানুষ ছিল। মানুষ মরণশীল, তাই মৃত্যুবরণ করলেন (কেননা যার মৃত্যু নেই তিনি একমাত্র খোদা) নবী ও রাসূলদের মৃত্যুর পর তাঁদের অনুসারীরা যখন তাদেরকে স্মরণ করতে লাগলেন এবং শোকে বিহ্বল ছিলেন তখন শয়তান তাদেরকে ধোকা দেয়ার সুযোগ পেয়ে গেল। শয়তান তো মানুষের দুশমন। আল্লাহ তা'আলা মানুষের পরীক্ষার জন্য শয়তানকে এমন ক্ষমতা দিয়েছেন। যার দ্বারা তিনি মানুষকে পরীক্ষা করতে চেয়েছেন যে, মানুষ কতখানি তার

প্রতি বিশ্বাসে ও ভক্তিতে অটল থাকে এবং শয়তানের বিভ্রান্তি থেকে বিরত থাকে। শয়তান মানুষকে বিভ্রান্তিতে ফেলার জন্য মানুষকে বুঝাল, তোমরা তো তোমাদের নবী ও রাসূলদের ভালবাস। মৃত্যুর পর তারা তো তোমাদের চোখের আড়ালে চলে গেছে। এই জন্য আমি তার একটি মূর্তি বানিয়ে দিচ্ছি যা দেখে তোমরা অনেক শান্তি পাবে।

শয়তান মূর্তি তৈরি করল,তারপর তারা ইচ্ছা হলেই সেই মূর্তি দেখতো। ধীরে ধীরে যখন মূর্তির প্রতি তাদের ভালবাসা বৃদ্ধি পেল, তখন শয়তান বলল তোমরা যদি এই মূর্তির সামনে মাথা নত কর তাহলে এর মধ্যে ইশ্বরকে পাবে।

এইভাবে শয়তান মানুষের মনের মধ্যে মূর্তির প্রতি এমন ভক্তি ও ভালবাসার সৃষ্টি করল। যার কারণে মানুষ সহজেই মূর্তির সামনে মাথা নত করল এবং পূজা করতে আরম্ভ করল। যারা একমাত্র খোদার ইবাদত করত তারা মূর্তি পূজা আরম্ভ করল এবং শয়তানের জালে পড়ে গুনাহের চোরাবালিতে ফেঁসে গেল।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে (আশরাফুল মাখলূকাত) অর্থাৎ তার সৃষ্ট সকল জীব জানোয়ার থেকে শ্রেষ্ঠ, এক কথায় সকলের বাদশাহ বানিয়েছেন। সেই বাদশাহ যখন পাথর অথবা মাটির মূর্তির সামনে মাথা নত করল। তখন তারা নিজেকেই অপমানিত করল এবং আল্লাহর কাছেও ছোট হয়ে চিরস্থায়ী দোযখবাসী হয়ে গেল।

আল্লাহ তা'আলা পুনরায় একজন রাসূল প্রেরণ করলেন। তিনি মানুষকে মূর্তি পূজা ত্যাগ করে শুধুমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইবাদত করার জন্য বললেন। অনেকে তার কথা মেনে মূর্তি পূজা ত্যাগ করে আল্লাহর ইবাদত শুরু করলেন। অনেকে তার কথা না মেনে নাফরমানিতে লিপ্ত হল। যারা রাসূলের কথা মেনে নিলেন আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি খুশি হলেন এবং যারা রাসূলের কথা অমান্য করে আল্লাহর নাফরমানি করল। আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি আসমান থেকে শাস্তি অবতীর্ণ করলেন।

রাসূলের শিক্ষা

পৃথিবীতে একের পর এক যত নবী রাসূলগণ এসেছেন। সকলের ধর্মের মৌলিক আধার এক। তারা প্রত্যেকেই মানুষকে দীন এবং ইসলামের পথকে অনুসরণ করার জন্য এবং এক আল্লাহকে মানার জন্য বলেছেন। তারা প্রত্যেকেই বলেছেন- আল্লাহকে মান, কাউকে তার সমকক্ষ মনে কর না, কাউকে গুণে ও ব্যক্তিত্বে আল্লাহ-র সমকক্ষ বানিও না, কাউকে তার প্রতিদ্বন্ধি কর না, তার প্রেরণ করা নবী ও রাসূলগণকে সত্য বলে মান, তার ফেরেশতাদেরকে সত্য বলে মান, যাদের ভোজন নাই নিদ্রা নেই যারা আল্লাহর আদেশ পালন করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকেন।

ফেরেশতার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তার বাণী সম্বলিত যে গ্রন্থগুলো প্রেরণ করেছেন তাকে সত্য বলে গ্রহণ কর, মৃত্যুর পর অর্থাৎ এই জগৎ ছেড়ে যখন পরজগতে যাবে, সেখানে এই জগতের ভাল মন্দ কর্মফলের উপর বিচারের মাধ্যমে ভাল-মন্দ জীবন কাটাবে। এটাকে বিশ্বাস কর, একথাও মনে রাখ ভাগ্য খারাপ ও ভালোর মালিকও তিনি।

[এখন আমি ইসলামের যে বিধি বিধানগুলো আপনাদের বলছি সে বিধি বিধানমত জীবন অতিবাহিত করার ও মানার চেষ্টা করবেন।]

আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে দুনিয়াতে যত নবী ও রাসূলগণ এসেছিলেন সকলেই সত্যবাদী ছিলেন। তাদের মাধ্যমে যে ধর্মীয় গ্রন্থগুলো প্রেরণ করা হয়েছে তাও সত্য। তাদের প্রতি আমাদের বিশ্বাস আছে। তাদের সাথে আমাদের কোন মতানৈক্য নেই। হাকীকত এটাই যে যারা এক আল্লাহর ইবাদতের কথা বলেছেন। আল্লাহ প্রদত্ত হুকুম আহকাম শিক্ষা দিয়েছেন। একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া কারও ইবাদত করা বা পূজা করার জন্য নিষেধ করেছেন।

এমনকি তাদের নিজেদের ব্যাপারেও সাবধান থাকতে বলেছেন অর্থাৎ আল্লাহর প্রেরিত রাসূল বলে তাদেরকে পূজা করতে নিষেধ করেছেন। যে সকল মহা পুরুষগণ মূর্তিপূজা ও এক আল্লাহকে ছাড়া অন্যকে পূজা করার জন্য বলেছেন তারা রাসূল হতেই পারেন না। হয়ত তাদের শিক্ষার মধ্যে পরিবর্তন করা হয়েছে। সর্ব শেষ নবী হযরত

মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পূর্বে যত নবী রাসূল এসেছেন এবং যে শিক্ষা দিয়েছেন তার সবকিছুর মধ্যে পরিবর্তন করা হয়েছে। কোথাও কোথাও তাদের মাধ্যমে যে গ্রন্থ প্রেরণ করা হয়েছিল তারও পরিবর্তন করা হয়েছে।

শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সা.

এটা একটা মূল্যবান সত্য কথা, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দুনিয়াতে যত নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং তাদের মাধ্যমে যত গ্রন্থ প্রেরণ করেছেন সব গ্রন্থই শেষ নবী সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করেছে এবং তার সাথে এটাও বলা হয়েছে যে, তাঁর আগমনের পর ও তাঁর বিষয়ে জানার পর প্রাক শরীয়ত ও ধর্মীয় বিধি বিধান পরিত্যাগ করতে হবে এবং তার কথা মানতে হবে এবং তিনি যে বিধি বিধান অনুযায়ী চলার আদেশ করেন তদনুযায়ী চলতে হবে। এদ্বারাও ইসলামের সত্যতার প্রমাণ হয় যে, প্রাচীন গ্রন্থের পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ রাব্বুল আলামীন শেষ নবীর আগমনের বার্তার পরিবর্তন করেননি। যাতে একথা কেউ বলতে না পারে যে, আমাদের কাছে ঐ বিষয়ে কোন বার্তা পৌছেনি। হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থ 'বেদ এ 'নরাশন্স' হিন্দু ধর্মীয় প্রাচীন গ্রন্থ 'পুরান' এ 'কলকি অবতার'। খৃষ্টীয় ধর্ম গ্রন্থ 'বাইবেল' এ 'ফারকুলিত', বুদ্ধদেবেরে বুদ্দিষ্ট ধর্মীয় গ্রন্থে 'আখেরী বুধ' ইত্যাদি উল্লেখ আছে।

ঐ সকল ধর্মীয় গ্রন্থে আখেরী নবী পিয়ারা নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্ত ফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্ম স্থল, জন্মতিথি, সময়, বহু বাস্তব লক্ষণ পূর্বেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

হযরত মুহাম্মদ সা. এর জীবন পরিচিতি

আজ থেকে আনুমানিক সাড়ে চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরবের মক্কা নগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের কিছু দিন পূর্বে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। মা-ও বেশি দিন জীবিত ছিলেন না। প্রথমে দাদা এবং দাদার মৃত্যুর পর চাচা তাঁকে লালন পালন করেন।

দুনিয়ার সব চেয়ে এই অদ্ভুৎ একজন মানুষ গোটা মক্কা নগরীর নয়ন মনি হয়ে উঠেছিলেন। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তাঁর প্রতি মানুষের

ভালবাসা বৃদ্ধি পেতে লাগল। তাঁকে সৎ এবং ধার্মিক বলে গণ্য করতে লাগল। মানুষ তাদের বহু মূল্যবান আমানত তার কাছে রাখতো। তিনি তাদের নিজেদের ভিতরের বিবাদ বিদ্বেস মিটিয়ে দিতেন। পবিত্র মক্কা শরীফে আল্লাহর যে ঘর ছিল কাবা শরীফ, এই পবিত্র ঘর কাবা শরীফকে নতুন করে নির্মাণ করা হল। কাবা গৃহে এক কোণে একটি পবিত্র পাথর ছিল। যখন ঐ পাথরটি স্বস্থানে রাখার প্রসঙ্গ এল। পাথরের পবিত্রতা রক্ষার জন্য মক্কাবাসী ও মক্কার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা মনস্থ করলেন- এই অধিকার একমাত্র তাকেই দেওয়া হোক। কিন্তু কিছু লোক এর বিরোধিতা করলেন। যার ফলে দ্বন্ধ শুরু হল তখন তাদের মধ্য থেকে বুদ্ধিমান এক ব্যক্তি বললেন যে, আগামীকাল যে ব্যক্তি সব চেয়ে আগে কাবা গৃহে প্রবেশ করবে সে-ই এই সমস্যার বিষয়ে ফয়সালা করবে।

সবাই প্রস্তুতিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু ঐ দিন সবার আগে কাবা গৃহে এলেন আল্লাহর হাবীব মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তখন সবাই এক সাথে বলে উঠল- আমাদের মধ্যে সব চেয়ে যে সৎ ও ধার্মিক ব্যক্তি। তিনিই সবার আগে কাবা শরীফে এসেছেন। তাই আমরা সবাই তাঁর ফয়সালা মেনে নিব। আমরা সকলেই রাজি আছি।

হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা চাদর পেতে তার উপর পাথরটি রেখে প্রত্যেক গোত্রের সরদারকে চাদরের কোণ ধরতে বললেন। পাথরটি দেওয়ালের কাছাকাছি পৌঁছানোর পর তিনি স্বহস্তে স্বস্থানে পাথরটিকে রেখে একটা বড় সমস্যার সমাধান করলেন। এই ভাবে সকল গোত্রের মানুষরা সর্ব সময় তাকে সর্ব কাজে অগ্রদূত হিসেবে পালন করার সুযোগ দিতেন। তিনি যখন সফরে কোথাও যেতেন, মক্কাবাসী তার ফিরে আসা পর্যন্ত ব্যাকুল হয়ে থাকতেন। আবার তিনি যখন ফিরে আসতেন তখন সকলে তাকে জড়িয়ে ধরে শিশুর ন্যায় ক্রন্দন করতেন। ঐ সময় কাবা গৃহের মধ্যে ৩৬০টি দেব দেবীর মূর্তি ছিল। সম্পূর্ণ আরব দেশে জাতিভেদ, পাক পবিত্রতা, ধনী দরিদ্র ভেদ, নারীদের প্রতি অবিচার, মদ, জুয়া, সুদ, লড়াই, ব্যভিচার ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের খারাপ কাজের প্রচলন ছিল।

অত:পর ৪০ (চল্লিশ) বৎসর বয়সে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার ফেরেশতার মাধ্যমে কুরআন শরীফ অর্থাৎ তার পবিত্র বাণী অবতরণ করলেন এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে রাসূল ঘোষণা করলেন। আর মানুষকে সব কিছু ছেড়ে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার জন্য ও তার হুকুম আহকাম পালন করার জন্য প্রচারের দায়িত্ব প্রেরণ করলেন।

সত্যের ডাক

হুজুরে পাক (সা.) একটি পাহাড়ের চুড়ায় উঠলেন এবং জোরে আওয়াজ দিলেন। সে আওয়াজের সাথে সাথে বহুলোক একত্রিত হল। কেননা তা ছিল একজন সৎ ধার্মিক ব্যক্তির ডাক। তিনি লোকজনের কাছে প্রশ্ন করলেন, যদি আমি তোমাদেরকে বলি যে, এ পাহাড়ের পিছন থেকে শত্রু পক্ষের সেনাবাহিনীর এক বড় দল আসছে এবং যে কোন সময় তোমাদের উপর হামলা করতে পারে। তোমরা কি আমার এ কথাকে বিশ্বাস করবে? সবাই মিলে একই আওয়াজে বলে উঠল, আপনার কথা কে বিশ্বাস করবে না? আপনি তো কখনো মিথ্যা বলতে পারেন না। এছাড়া আপনি তো পাহাড়ের চুড়ায় রয়েছেন, সেখান থেকে তো ঐ পাশের সব কিছু দেখতে পাচ্ছেন। অত:পর তিনি তাদেরকে ইসলামের পথে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। মূর্তি পূজা থেকে বিরত থাকার জন্য আহ্বান জানালেন এবং জাহান্নামের আগুনের ভয়ও দেখালেন।

মানুষের দুর্বলতা

মানুষের সব চেয়ে বড় দুর্বলতা হল তারা সব সময় তাদের পূর্ব পুরুষদের ভ্রান্ত ধারণাকে অন্ধের মত মেনে চলতে চায়। যদিও বা তাদের বুদ্ধি তাদের জ্ঞান কখনো এটাকে বিবেচনা করত না বা মেনে নিত না। তথাপিও তারা পূর্ব পুরুষদের ভ্রান্ত ধারণা ও ভ্রান্ত মত অবলম্বন করতেন, এই বিষয়ে কোন কিছু বোঝা বা শোনার চেষ্টা করতেন না।

বাধা এবং পরীক্ষা

মক্কা বাসীর দুর্ভাগ্য এটাই যে তারা ৪০ বৎসর পর্যন্ত হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) এর প্রতি আস্থা ও ভালবাসা দেখালেন কিন্তু তার

শিক্ষাকে গ্রহণ করলেন না; বরং তার শিক্ষার প্রতি ভুল ধারণা করতে লাগলেন। তিনি মানুষকে যত বেশি সত্যের পথে আসার আহ্বান করতেন। মানুষ তাতে সাড়া না দিয়ে বরঞ্চ তার সাথে দুশমনি শুরু করলো। কিছু কিছু মানুষ ঈমানদার লোকদেরকে অর্থাৎ যারা হুজুরে পাক (সা.) এর কথা বিশ্বাস করে তার প্রতি ঈমান এনেছেন, তাদেরকে বিভিন্ন ভাবে কষ্ট দিত, তাদেরকে মারধর করত, আগুনে নিক্ষেপ করে নির্যাতন করত এমনকি গলায় দড়ি বেঁধে টানা-টানি করত ও তাদের উপর পাথর নিক্ষেপ করত।

কিন্তু দয়ার নবী সকলের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করতেন। কারো কাছ থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার চিন্তাও করতেন না। সারা রাত ধরে আল্লাহর কাছে তাদেরকে হেদায়াত করার জন্য দু'আ করতেন এবং তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য প্রার্থণা করতেন।

একবার তিনি মক্কা বাসীর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তায়েফ নগরীতে চলে গেলেন। সেখানকার লোকেরাও এই মহান ব্যক্তিকে অসম্মান করল। দুষ্ট ছেলেদেরেকে লেলিয়ে দিল। যারা তাঁকে উত্তক্ত করতে লাগল এবং রাসূলকে লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করতে লাগল। যার আঘাতে রাসূলে পাক (সা.) এর পা মোবারক বেয়ে রক্ত ঝরতে লাগল। ব্যথায় এবং যন্ত্রণায় কাতর হয়ে যখন তিনি কোথাও বসতেন, তখন ঐ সকল ছেলেরা তাকে দাড় করিয়ে দিত এবং মারধর করত, এমতাবস্থায় তিনি তায়েফ শহর থেকে বেরিয়ে এসে এক জায়গায় বসলেন। তবুও তিনি তাদেরকে বদ দু'আ করলেন না; বরং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থণা করলেন। হে আল্লাহ! এদেরকে জ্ঞান দাও, বুদ্ধি দাও, এরা আমাকে চিনতে পারেনি এবং আমার শিক্ষাকে বুঝতে পারেনি। তুমি এদের ক্ষমা কর।

হুজুরে পাক (সা.)কে আল্লাহর প্রেরিত বাণী এবং বার্তা মানুষের কাছে পৌছানোর জন্য তার প্রিয় মক্কা শহর ছাড়তে হয়। অত:পর তিনি তার পবিত্র জন্ম ভূমি মক্কা ছেড়ে মদীনা চলে যান। সেখানে যেয়েও মক্কা বাসী তাকে বিভিন্ন ভাবে কষ্ট দেয়ার চেষ্টা করে।

সত্যের জয়

সব সময় সত্যেরই জয় হয়। এই জন্য এখানেও তাই হয়েছে। ২৩ বৎসরের কঠোর পরিশ্রমের পর হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) বিজয়ী

হলেন এবং গোটা আরব বিশ্বকে তিনি ইসলামের ছায়াতলে আসার জন্য আহ্বান করলেন। পুরা আরব দেশকে দাওয়াতের মাধ্যমে ইসলামের শীতল ছায়াতলে দাড় করলেন। এতে সারা দুনিয়াতে আলোড়ন সৃষ্টি হল। মূর্তি পূজা বন্ধ হয়ে গেল। উঁচু নিচু ভেদাভেদ দূর হয়ে গেল। সমস্ত মানুষ রাসূলে পাক হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)এর শিক্ষা গ্রহণ করে এক আল্লাহকে মেনে তাঁর ইবাদত করতে লাগলেন।

অন্তিম উপদেশ

ইনতিকালের কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি প্রায় সোয়া লক্ষ্য সাহাবীর সাথে হজ্ব করলেন এবং সবাইকে অন্তিম অসিয়ত অর্থাৎ শেষ উপদেশ দিলেন। যেখানে তিনি একথাও বলেছেন। হে মানব জাতী! মৃত্যুর পর যখন তোমাদের কাছে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে, তখন আমার বিষয়েও তোমাদের কাছে প্রশ্ন করা হবে, যে আমি আল্লাহ প্রদত্ত দীন এবং হুকুম আহকাম তোমাদের কাছে পৌছে দিয়েছি কি না? সকলে এক সাথে বলে উঠলেন, হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই আপনি আমাদের কাছে আল্লাহর হুকুম আহকাম ও তাঁর সত্য বাণী পৌছে দিয়েছেন। এরপর নবীজী (সা.) আকাশের দিকে আঙ্গুল উচিয়ে তিনবার বললেন, হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন, আপনি সাক্ষী থাকুন, আপনি সাক্ষী থাকুন। এরপর তিনি সকলের উদ্দেশ্যে বললেন, যারা আল্লাহর প্রদত্ত এবং এই সত্য ধর্মের বিষয়ে অবগত হয়েছেন। তাদের উপর দায়িত্ব এবং কর্তব্য হচ্ছে, তারা যেন এই সত্য ধর্ম ও হুকুম আহকাম ওদের কাছে পৌছে দেয় যারা এখানে উপস্থিত নেই।

তিনি একথাও জানিয়ে দিলেন যে, আমি শেষ নবী ও রাসূল। আমার পরবর্তীতে আর কোন নবী ও রাসূল আসবেন না। আমিই সেই নবী এবং শেষ নবী যার বিষয়ে তোমরা বিভিন্ন নামে বিভিন্ন গ্রন্থের মাধ্যমে জেনেছো। যেমন 'নরাশংস' 'কলকি অবতার' যার জন্য তোমরা প্রতীক্ষা করছিলে এবং যার বিষয়ে তোমরা সব কিছু জানো। পবিত্র কুরআনে কারীমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন- 'যাদেরকে আমি ঐ গ্রন্থ সমূহ দান করেছি। তারা শেষ নবী পয়গম্বর মুহাম্মদ (সা.)কে

এমনভাবে জানেন যেমনভাবে তাদের নিজের পুত্রদের জানে। হ্যাঁ এটা নিশ্চিত যে তাদের একটি সম্প্রদায় জেনে শুনে সত্যকে গোপন করে।
-সূরা বাকারা ১৪৭।

প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য

কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিটি মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য হল সে যেন ধর্মীয় ও মানবীয় দিক লক্ষ্য করে এক আল্লাহর ইবাদত করে। তার সমকক্ষ বা শরীক কাউকে না মানে। তার প্রেরিত শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে সত্য বলে জানে। তার মাধ্যমে আল্লাহর প্রেরিত দ্বীন এবং হুকুম আহকামের উপর চলে এবং বিশ্বাস করে। ইসলামে একেই 'ঈমান' বলা হয়। ঈমান ছাড়া মৃত্যুর পর সদা সর্বদা জাহান্নামের আগুনে জলতে হবে।

কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করা হল

এখন আপনার মেধায় বা আপনার জ্ঞানে দু'টি প্রশ্ন জাগতে পারে-

প্রথম প্রশ্ন : মৃত্যুর পর জান্নাত অথবা জাহান্নামে মানুষ যাবে, বা তার কর্মফল অনুযায়ী তাকে সাজা ভোগ করতে হবে। এটা তো দেখা যায় না। কিভাবে বিশ্বাস করব?

এই বিষয়ে জেনে নেয়া উচিৎ যে, প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে জান্নাত (স্বর্গ) ও জাহান্নাম (নরক) এর বর্ণনা করা হয়েছে। যাদ্বারা বুঝা যায় জান্নাত ও দোযখ (স্বর্গ ও নরক) এর কথা এবং মানুষের কর্মফল হেতু মৃত্যুর পরে তার বিচারের কথা প্রাচীন ধর্ম দ্বারা স্বীকৃত ও প্রাচীন ধর্ম গ্রন্থ দ্বারা প্রমাণিত।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়- যেমন মায়ের গর্ভে থাকা কালীন কোন শিশুকে যদি বলা হয় যে, যখন তুমি মাতৃগর্ভ থেকে বাইরে দুনিয়ায় আসবে তখন তুমি কাঁদবে, দুধপান করবে এবং বহু জিনিস দেখতে পাবে। মাতৃগর্ভে থাকা কালীন সে কিন্তু এগুলো বিশ্বাস করবে না। মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হওয়ার পর সবকিছু যখন তার চোখের সামনে আসবে, তখন সে বিশ্বাস করতে বাধ্য। অনুরূপ ভাবে এই পৃথিবীতে থাকার অর্থ হল মাতৃগর্ভে থাকা। মৃত্যুর পর মানুষ যখন আখেরাতের দুনিয়ায় চোখ খুলবে। তখন সবকিছু তার চোখের সামনে দেখতে পাবে।

জান্নাত (স্বর্গ) ও দোযখ (নরক) এবং ওখানকার বাস্তব চিত্রের সংবাদ যে ব্যক্তি দিয়েছেন, তিনি পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বড় সত্যবাদী। তার চরম শত্রু পর্যন্তও কখনো তাকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করতে পারেনি। যার সত্যবাদী হওয়ার প্রমাণ কুরআন শরীফও দিয়েছে এবং যাকে তাঁর আপন- পর, শত্রু-মিত্র সকলেই সত্যবাদী হিসেবে মেনে নিয়েছেন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন : দ্বিতীয় প্রশ্ন হল- যখন সমস্ত রাসূলগণ, ধর্ম ও ধর্মীয় গ্রন্থগুলো সত্য ছিল, তখন ইসলাম গ্রহণ করার কি প্রয়োজন ছিল?

বর্তমান যুগে এর জওয়াব খুবই সহজ। আমাদের দেশে একটা সংসদ (পার্লামেন্ট) আছে। একটা সংবিধানও আছে। এখানে যত প্রধানমন্ত্রী এসেছেন তারা প্রত্যেকেই দেশের যুগ উপযোগী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। এরা প্রত্যেকেই দেশের প্রয়োজনে সময় উপযোগী আইন কানুন পাশ করেছেন। তা সবই আমাদের দেশের আইন কানুন। কিন্তু বর্তমান প্রধানমন্ত্রী যদি পুনরায় আইন কানুন সংশোধন করেন তাহলে নিয়ম অনুযায়ী পুরাতন সমস্ত আইন কানুন বদলে যাবে এবং প্রত্যেক দেশবাসী সংশোধিত আইন কানুন মানতে বাধ্য থাকবে। এটাই প্রত্যেক দেশের নিয়ম ও আইন। কিন্তু যদি দেশের কোন ব্যক্তি এই কথা বলে যে, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খুব ভাল ছিলেন তার আইন কানুনও ভাল ছিল। আমি তার আইন কানুন মানব, বর্তমান এবং নতুন প্রধানমন্ত্রীর আইন কানুন মানব না। এছাড়া বর্তমান প্রধানমন্ত্রী যে আয়কর করেছেন তাও আদায় করব না।

আপনিই বলুন এই ধরনের ব্যক্তিকে কি বলা হবে? এবং এই ধরনের ব্যক্তির কি উপায় হবে? যেনে রাখুন এই ধরনের ব্যক্তিকে দেশদ্রোহী বলা হবে এবং তাকে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে।

ঠিক অনুরূপভাবে সমস্ত ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থ যুগ উপযোগী হিসেবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পাঠিয়েছেন এবং সত্যের শিক্ষা দিয়েছেন। এ জন্য সমস্ত রাসূল ও সমস্ত ধর্মীয় গ্রন্থকে সত্য মেনে এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে শেষ নবী মেনে তার প্রতি ঈমান আনা অর্থাৎ তার কথা বিশ্বাস করে খোদা প্রদত্ত তার হুকুম মেনে চলা প্রত্যেক মানুষের প্রতি কর্তব্য।

সত্য ধর্ম শুধু একটিই

এখানে একথা বলা ঠিক হবে না যে, সমস্ত ধর্মই এক সৃষ্টিকর্তামুখী। রাস্তা পৃথক হতে পারে কিন্তু গন্তব্য একটিই। সত্য কেবলমাত্র একটিই হতে পারে, মিথ্যার কোন হিসেব নেই। 'নূর' অর্থাৎ আলো (জ্যোতি) এক, কিন্তু আঁধার অনেক হতে পারে। ঠিক তদ্রূপ সত্য ধর্ম কেবল একটিই। এটা দুনিয়া সৃষ্টির পর থেকেই এক এবং সকলেই মানতে বাধ্য। সৃষ্টিকর্তাও এক। তাই সে এক্কেই মানা উচিৎ এবং সে 'এক' অর্থই হল দ্বীন ইসলাম। দ্বীন কখনো বদলায় না। মানবজাতী যখন এক এবং প্রভু অর্থাৎ আল্লাহও এক, তখন রাস্তাও একই হবে।

কুরআনে পাকে বলা হয়েছে- 'আল্লাহ প্রদত্ত ধর্ম শুধুই ইসলাম।'

এখানে প্রশ্ন আসতে পারে, সেটি হল এই যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) নবীগণের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ নবী এবং পৃথিবীর শেষ নবী তার কি কোন প্রমাণ আছে?

স্পষ্ট উত্তর হল এই যে, **প্রথমত :** এই কুরআনুল কারীম আল্লাহর কালাম অর্থাৎ বাণী। যার সত্যতা প্রমাণের জন্য অনেক যুক্তি তর্ক ও অনেক দলীল প্রমাণ দেয়া হয়েছে এবং প্রমাণও হয়েছে এটা আল্লাহর কালাম (বাণী)। শেষ পর্যন্ত সকলে মানতে বাধ্য হয়েছে, এখনো পর্যন্ত এর বিরোধিতা কেউ করতে পারেনি। কিয়ামত পর্যন্ত পারবেও না।

এই পবিত্র কালামে পাকের মাধ্যমেই আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন যে, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)ই সত্য এবং শেষ নবী।

দ্বিতীয়ত : হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনের প্রতিটি মুহুর্ত এই পৃথিবীর সকলের সামনে অতিবাহিত হয়েছে। তার সমস্ত জীবন বৃত্তান্ত আমাদের মাঝে ইতিহাস হয়ে আছে-থাকবে। পৃথিবীতে কোন মানুষের জীবন বৃত্তান্ত হুজুরে পাক (সা.) এর জীবন বৃত্তান্তের মত সুরক্ষিত ও উজ্জ্বল নয়। তার দুশমন বা ইসলামের কোন দুশমন এ কথা বলতে বা প্রমাণ করতে পারবে না যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) কখনো মিথ্যা বলেছেন। মানুষ সব সময় তার সত্যতার কসম খেত। তিনি ছিলেন একজন সত্যবাদী এবং উত্তম পুরুষ। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি কখনো মিথ্যা বলেননি। তিনি ধর্মের নামে বা আল্লাহর নামে কি ভাবে মিথ্যা

বলতে পারেন। তিনি স্বয়ং বলেছেন আমিই শেষ নবী। আমার পরে কোন নবী ও রাসূল আসবেন না।

তিনি এমন কোন ভবিষ্যত বাণী করেননি যে আমার পর আরো নবী বা রাসূল আসবেন। অথচ তার পূর্বে সকল রাসূল ও নবীরা তার বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন এবং সমস্ত ধর্মীয় গ্রন্থেও 'নরাশন্স' 'কল্কি অবতার' 'ফারকুলিথ' 'আখিরী বুধ' এই ভাবে প্রত্যেক গ্রন্থে যে সকল লক্ষন ও ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, তার সকল বিষয়ই হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মধ্যে আছে।

ডক্টর বেদ প্রকাশ উপাধ্যায়ের সিদ্ধান্ত

ডক্টর বেদ প্রকাশ উপাধ্যায় লিখেছেন। যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করে এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে এবং তার মাধ্যমে আল্লাহ প্রদত্ত ধর্ম না মানে। সে ব্যক্তি হিন্দুও হতে পারে না।

এ জন্য যে, হিন্দু ধর্ম গ্রন্থের মধ্যে হুজুরে পাক (সা.) কে 'কল্কি অবতার' এবং 'নরাশন্স' এই নামে অবিহিত করা হয়েছে। তিনি পৃথিবীতে আসার পর তাঁকে তোমরা মেনে চলবে এবং তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ প্রদত্ত ধর্মকেও মানবে। অতএব যে হিন্দু তার স্বীয় ধর্ম গ্রন্থের প্রতি আস্থাশীল, সে যদি ইসলামকে ও ইসলাম ধর্মের গ্রন্থ কুরআন শরীফকে ও কুরআন শরীফের বিধি বিধান না মানে তাহলে মৃতুর পর জাহান্নামের (নরকের) আগুনে জ্বলবে এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দর্শন থেকে বঞ্চিত ও তাঁর ক্রোধের যোগ্য হবে।

ঈমানের আবশ্যকতা

মৃত্যুর পরবর্তী জীবন ছাড়া পৃথিবীতেও মানুষের জন্য ঈমান ও ইসলাম প্রতি মুহূর্তেই প্রয়োজন। তাই মানব জাতির কর্তব্য হল সর্বদা এক আল্লাহর ইবাদত করা। যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সামনে মাথা নত করবে, তাকে চতুষ্পদ জন্তুর চেয়ে অধম বলে গণ্য করা হবে।

উদাহরণ স্বরূপ নিম্নমানের এক চতুষ্পদ জন্তু কুকুর সেও তার মনিবের দরজায় পড়ে থাকে এবং তার প্রতি আস্থাশীল হয়। এবার আপনি ভেবে দেখুন এ কেমন মানুষ। যাকে জীব শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। কী ভাবে সে তার সৃষ্টিকর্তা ও মালিক এক আল্লাহকে ছাড়া অন্যের সম্মুখে মাথা নত

করে। কিন্তু এই ঈমানের বেশি প্রয়োজন হবে মৃত্যুর পর। যেখান থেকে মানুষ কোন দিন ফিরে আসবে না। মৃত্যুকে বার বার ডাকলেও আসবে না। ঐ সময় কোন অনুতাপ বা কোন অনুশোচনা এবং প্রায়শ্চিত্য কাজে লাগবে না। তাই যদি মানুষ ঈমান না নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়, তাহলে তাকে অনন্তকাল জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে। যদি এই পৃথিবীর আগুনের একটি স্ফুলিঙ্গের ছোঁয়া মানুষের শরীরে স্পর্শ করে তাহলে যন্ত্রণায় ছটফট করে, কোন ভাবেই সহ্য করতে পারে না। তাহলে জাহান্নামের আগুনে অনন্তকাল কি ভাবে কাটাবে। যা দুনিয়ার আগুনের চেয়ে সত্তরগুণ বেশি তেজ। ওখানে অনন্তকাল জ্বলতে হবে।

শরীরের চামড়ার স্তর একটা জ্বলে গেলে আর একটি তৈরি হবে। এ ভাবে একের পর এক শাস্তি চলতেই থাকবে।

প্রিয় পাঠক

আমার প্রিয় পাঠক, মৃত্যু কখন চলে আসবে কেউই তা জানে না। যে শ্বাস প্রশ্বাস ভীতরে আছে তা কখন বেরিয়ে আসবে, তার কোন ভরসা নেই এবং যে শ্বাস বাইরে আছে তা কখন ভিতরে যাবে তারও কোন ভরসা নেই। মৃত্যুর পূর্বে যতটুকু সময় আছে এই সময় টুকুকে কাজে লাগাতে হবে। ঈমান ছাড়া এ জীবনটা জীবনই নয় এবং ঈমান ছাড়া মৃত্যুর পরের জীবনও জীবন নয়। সম্পূর্ণ বৃথা।

কাল সকলকেই তার মালিকের কাছে যেতে হবে। সেখানে ঈমান সম্পর্কে সর্বপ্রথম প্রশ্ন করা হবে। এখানে আমার নিজের স্বার্থও আছে। কেননা কাল যখন হিসাব হবে, তখন আপনি যেন এ কথা না বলতে পারেন যে, আমাদের কাছে কোন বার্তাই পৌঁছায়নি। আমি আশা করি এই সত্য বাণী আপনার অন্তরে স্থান করে নিয়েছে।

হে আমার প্রিয় পাঠক! ভাগ্যবান, সৎ ও হৃদয়বান বন্ধু! আসুন এক আল্লাহকে সাক্ষী রেখে সৎ মনে তাঁকে অন্তর্জামী মেনে স্বীকার করি এবং বিশ্বাস করি-

اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَه لاَشَرِيْكَ لَه وَاَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُوْلُه.

আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহূ লা-শারীকালাহূ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহ।

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত আর কেউ নেই, তিনি এক তার কোন শরীক বা সাথী নেই এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সৎ বান্দা এবং রাসূল।

আমি সমস্ত প্রকার নাস্তিকতা শির্‌ক এবং সমস্ত প্রকার পাপ থেকে তওবা করছি এবং প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমার সৃষ্টিকর্তা তথা সত্যিকারের মালিকের সমস্ত আদেশ পালন করব এবং তার সত্য নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সৎভাবে ভক্তি করব এবং তার মাধ্যমে আল্লাহর প্রদত্ব হুকুম আহকামের অনুসরণ ও অনুকরণ করব।

করুণাময় ও দয়াবান আল্লাহ আমাকে এবং আপনাকে যেন মৃত্যু পর্যন্ত এই পথে চলার তাওফীক দান করেন।

প্রিয় পাঠক ও প্রিয় বন্ধু! আপনি যদি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমাকে বিশ্বাস করে ঈমানের সংহিত জীবন অতিবাহিত করেন, তাহলে বুঝতে পারবেন যে, আপনার এ ভাই কিভাবে স্নেহ ও ভালবাসার সাথে তার দায়িত্ব পালন করেছে।

ঈমানের পরীক্ষা

ঈমান ও ইসলামের জন্য আপনার পরীক্ষাও হতে পারে। কিন্তু সফলতা সব সময় সত্যেরই হয়। তাই এখানেও সত্যেরই জয় হবে। যদি সারা জীবনই পরীক্ষার মধ্যে কাটাতে হয়, তাহলে এটাই ভাবতে হবে এ দুনিয়ার জীবন (পার্থিব জীবন) মাত্র ক্ষণিকের জন্য। এই দুনিয়া ছেড়ে তো সবাইকেই যেতে হবে, কিন্তু মৃত্যুর পরবর্তী জীবন হচ্ছে অনন্ত কালের জীবন। সেখানে জান্নাত ও জান্নাতের সুখ পেতে হলে এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে ও স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের দর্শন লাভের আশা রাখলে দুনিয়ার এই পরীক্ষা কিছুই নয়।

আপনার কর্তব্য

ঈমান ও ইসলামের আর একটি বিষয় হল যে, যদি সে সত্যিকারেই ঈমানদার হয়, তাহলে তার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে, তার নিকটতম প্রত্যেক ভাইয়ের কাছে এটা পৌছে দেয়া। যাতে সে অনুরূপভাবে তার

পার্শ্ববর্তী ভাইকে ঈমান ও ইসলামের দাওয়াত দেয় এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ক্রোধ ও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে পারে। ঠিক যেভাবে আল্লাহর রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ প্রদত্ব বাণী ও তার হুকুম আহ্‌কাম মানুষের কাছে পৌছে দিয়ে তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষার চেষ্টা করেছেন।

তাদের সঠিক পথে আনার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করবেন। কোন অন্ধ ব্যক্তি যদি আগুনের কূপের মধ্যে পড়ে যেতে থাকে আপনি কি পারবেন তাকে বাঁধা না দিতে? আপনি কি চাইবেন সে আগুনের কুণ্ডলিতে বা কূপে পতিত হোক? কখনোই না। যদি আপনার ভিতরে মনুষত্বের ছোঁয়া মাত্র থাকে, তাহলে আপনি কখনই ঐ অন্ধ ব্যক্তিকে আগুনের কূপে পতিত হতে দিবেন না।

মনুষত্বের প্রথম শর্ত হল ঐ অন্ধ ব্যক্তির পথ রোধ করে তাকে আগুন থেকে রক্ষা করা এবং প্রতিজ্ঞা করা যে আমি যতক্ষণ থাকব ততক্ষণ তোমাকে কিছুতেই ঐ আগুনে পতিত হতে দিব না। ঠিক তদ্রূপ ঈমান আনার পর প্রতিটি মুসলমানের দায়িত্ব যিনি কুরআনের, দীনের ও হুজুরে পাক (সা.) এর মাধ্যমে হিদায়াত পেয়েছেন। সে যেন বে-ঈমানী ও শিরকের আগুনে জ্বলতে থাকা মানুষকে উদ্ধার করার চেষ্টা করেন। তাদের প্রতি অতি নম্রতা ও বিনয় আচরণ করে তাদের বুঝাতে হবে যেন তারা ভুল রাস্তায় না চলে। সহানুভূতি ও নি:স্বার্থে যদি মানুষকে কোন কথা বলে বুঝানো হয়, তাহলে তা মানুষের মনে প্রভাব ফেলে। জেনে রাখবেন, আপনার দ্বারা যদি একজন ব্যক্তি ঈমান আনে এবং সত্যের পথে চলে আল্লাহর দরবারে মাথা নত করে, তাহলে হয়ত এর উসিলায় আপনিও নাজাত পেয়ে যেতে পারেন।

এ জন্য আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির উপর বেশি প্রসন্ন ও খুশী হন যে মানুষকে শিরক ও কুফরি থেকে বের করে সত্যের পথে অর্থাৎ আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের হুকুম আহকামের পথে নিয়ে আসে।

উদাহরণ স্বরূপ- আপনার সন্তান যদি আপনার সাথে বিদ্রোহ করে আপনার শত্রুর সাথে মিলিত হয়। বা পথভ্রষ্ট হয়ে যায়, তখন যদি কোন নেক ও ভাল মানুষ তাকে ভাল ভাবে বুঝিয়ে পুনরায় আপনার

প্রতি আকৃষ্ট বা আপনার অনুগামী বানিয়ে দেয় তাহলে আপনি ঐ ব্যক্তির প্রতি যেমন খুশি হবেন, ঠিক তেমনই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঐ ব্যক্তির প্রতি সীমাহীন খুশি হন, যে কি না তার কোন পথহারা বান্দাকে শিরক, কুফর ও গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে সৎপথে আনার চেষ্টা করে এবং আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের মাধ্যমে প্রেরিত দীন মানুষের মাঝে পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করে।

ঈমান গ্রহণের পর

ইসলাম কবুল করার পর আপনি যখন আল্লাহর নিকটতম (সত্যবাদী) বান্দা হয়ে গেলেন। তখন আপনার প্রতি অনেক দায়িত্ব এসে যায়। যেমন প্রতি দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায আপনার প্রতি ফরয হয়ে যায়। আপনি পাঁচ ওয়াক্ত নামায কি ভাবে আদায় করতে হবে এর জন্য যা কিছু প্রয়োজন সূরা কিরাত সব কিছু আপনাকে শিখতে হবে। এর দ্বারা আত্মা শান্তি পায় ও আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের সাথে সুসম্পর্ক বৃদ্ধি পায়।

রমযান মাস আসার পর পুরো এক মাস রোযা রাখতে হবে। ধনী ব্যক্তি হলে বা যাকাত দেওয়ার উপযুক্ত হলে যাকাত দিতে হবে। হজ্ব করার সামর্থ্য থাকলে হজ্ব করতে হবে। সাবধান: সব সময় যেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সামনে মাথা নত না হয়। আপনার জন্য মদ, জুয়া, সুদ, ঘুষ, শুকরের গোশত এবং সব হারাম জিনিস নিষিদ্ধ। এগুলো থেকে বাঁচার চেষ্টা করবেন। আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল যে সকল জিনিস আপনার জন্য পাক পবিত্র ও হালাল করেছেন সে গুলোকে স্বাদরে গ্রহণ করবেন।

বিশ্ব প্রতিপালকের মহা সম্মানিত বাণী কুরআন শরীফ প্রতি দিন তিলাওয়াত করবেন। কি ভাবে পাক পবিত্র থাকা যায় শিখতে হবে। সত্য মনে সৎভাবে সব সময় এই দু'আ করবেন। হে আমার প্রতিপালক! আমার মালিক! আমার আল্লাহ! আমাকে আমার বন্ধুদেরকে আমার পরিবারের সদস্যদেরকে, আমার আত্মীয়-স্বজনদেরকে এবং এই পৃথিবীতে বসবাসকারী সমস্ত মানব জাতিকে ঈমানের সাথে জীবন অতিবাহিত করার তাওফীক দান কর এবং ঈমানের সাথে মৃত্যু নসীব কর।

কেননা ঈমানই মানব জাতির অন্তিম ভরসা (সাহারা)। ঠিক যে ভাবে আল্লাহর এক পয়গম্বর হযরত ইবরাহীম আ. কে দুশমনরা জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করার পর ঈমান মজবুত ও ঠিক থাকার কারণে আগুন তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। তার ঈমানের শক্তি আগুনকে ফুলের বাগান বানিয়ে দিয়েছে। আজও আমাদের ঈমানের শক্তি কঠিন থেকে কঠিন সমস্যাকে সমাধান করতে পারে। ঈমান ঠিক থাকলে সব রকমের বাধা বিপত্তি দূর হয়ে যেতে পারে।

آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا
آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا

ইবরাহীমের মত ঈমানদার যদি হও আজ
আগুন তার স্বভাব হারিয়ে পাবে ফুলের সাজ।

সমাপ্ত